তাহরীকে জাদীদ

সূচনা: ১৯৩৪ সনে মজলিসে আহরার জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করে। প্রতিউত্তরে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি আহরারীদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যেতে দেখছি এবং আহরারীরা বলে, তারা জামাতকে ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন এক পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন যার ফলে জামা'ত বিশ্বের সকল দেশে বিস্তৃতি লাভ করবে এবং এ জামাতকে ধ্বংস করতে পারে এমন কেউ থাকবে না। অতঃপর তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের সূচনা করেন।

তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্য: এই তাহরীক সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাউদ (রা.) বলেন, "তাহরীকে জাদীদ প্রবর্তনের কারণ হলো, এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এমন অর্থ একত্রিত হবে যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নাম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছে দেয়া যাবে।" *(খুতবা জুমআ ২৭ নভেম্বর ১৯৪২)*

তাহরীকের ব্যাপ্তীকাল: প্রথম দিকে এই তাহরীক অস্থায়ী ও নির্ধারিত সময়ের জন্য ছিল। কিন্তু এই তাহরীকের উনিশ বছর পূর্ণ হলে ১৯৫৩ সালে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এটিকে স্থায়ী রূপ দেন। *(খুতবা জুমআ ২৭ নভেম্বর ১৯৫৩)*

তিনি বলেছিলেন, "যেভাবে আকাশের তারকা গণনা করা যায় না তেমনিভাবে তাহরীকে জাদীদের যুগও গণনা করা যাবে না।" *(খুতবা জুমআ ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫)*

তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব: ৯ নভেম্বর ১৯৩৪ জুমআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদে শামিল হবার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যুগখলীফা এতে অংশগ্রহণ করাকে ঐচ্ছিক রেখেছেন বলে যারা এতে অংশগ্রহণ করে না তারা মৃত্যুর পূর্বে এ দুনিয়াতেই বা মৃত্যুর পর পরকালে ধৃত হবে।..."

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন,

"চাঁদা আ'ম এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাঁদা হলো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা। প্রতিটি ক্ষেত্রে খরচ বাঁচিয়ে যত বেশি সম্ভব আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা উচিত।" *(জুমা'র খুতবা ৫ নভেম্বর ১৯৯৩)*

চাঁদার হার: চাঁদার হার সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন,

জামাতের সামর্থ্যবান সদস্য একশত টাকা করে বা এর চেয়ে বেশী দিতে পারেন। (তৎকালীন সময়ে এটি অনেক বড় অংক) গরীবরাও অংশগ্রহণ করতে পারবে, যারা পাঁচ টাকা করে হলেও দিতে পারেন তারাও এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করতে পারেন। *(আলফজল কাদিয়ান ২৯ নভেম্বর ১৯৩৪)*

তিনি (রা.) বলেন,

“যদি কোন ব্যক্তি মাসিক আয়ের অর্ধেক দেয়, তাহলে বুঝা যাবে, সে ভালো কুরবানী করেছে। আর এক মাসের পুরো আয় লিখালে বুঝা যাবে, সে কষ্ট স্বীকার করে কুরবানী করেছে।” *(খুতবা জুমআ ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৯ সালে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা মাসিক কমপক্ষে ১/৫ নির্ধারণ করেন।

১৯৫০ সনে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদী যুবকদের কাছ থেকে অঙ্গিকার নিয়ে বলেন, একজন আহমদীও যেন এমন না থাকে যে তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশ নিচ্ছে না।..” *(২৩ অক্টোবর ১৯৫০)*

মোতালেবাতঃ সূচনাকালে তিনি (রা.) জামাতের সামনে ১৯টি মোতালাবা রাখেন আর পরবর্তীতে এ সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ২৭টি করেন।

প্রাথমিক ১৯ মোতালাবাত নিম্নে তুলে ধরা হলো,

১. সাদা-সিদে জীবন যাপন করা,

২. হিন্দুস্তানের বাইরে তবলীগ করা,

৩. ছুটির দিনগুলো ওয়াকফ করা,

৪. জীবন উৎসর্গ করা,

৫. গ্রীষ্ম বা শীতকালীন ছুটির দিনগুলো ওয়াকফ করা,

৬. সন্তান সন্ততি উৎসর্গ করা,

৭. অবসরপ্রাপ্তগণ নিজেদেরকে জামাতের জন্য উপস্থাপন করা,

৮. সম্পত্তি ও আয় উৎসর্গ করা,

৯. গণ্যমান্য ব্যক্তি বিভিন্ন বক্তৃতা করবে,

১০. শত্রুদের নোংরা বই-পুস্তকের উত্তর প্রদান,

১১. স্বচ্ছল ব্যক্তিরা নিজেদের সন্তান সন্ততির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরামর্শ চাইবে,

১২. নিজের হাতে কাজ করা,

১৩. যারা বেকার তারা কাজ যত ছোটই হোক কাজ করবে,

১৪. ইসলামী সভ্যতা বা সমাজ গড়া,

১৫. জাতীয় পর্যায়ে সততা প্রতিষ্ঠা,

১৬. পথ-ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা,

১৭. নারীর অধিকার সংরক্ষণ করা,

১৮. কাদিয়ানে বাড়ি তৈরি করা এবং

১৯. দোয়া করা।

অঙ্গ-সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন,

"কাদিয়ানেও এবং বাইরের জামাতেও প্রত্যেক স্থানে সভা করা উচিত। লাজনা ইমাইল্লাহ্ পৃথক সভা করবে। আনসারুল্লাহ্ পৃথক এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া পৃথকভাবে সভা করবে। আর এসব সমাবেশের মাধ্যমে তাহরীকে জাদীদের মোতালেবাত এবং এর মূলনীতিকে পুনরায় সক্রিয় করবে। যেসব জামাত বিভিন্ন হালকায় বিভক্ত সেখানে পৃথক পৃথক হালকায় এসব সভা করা উচিত এবং তাহরীকে জাদীদকে পুনরায় উজ্জিবীত করতে হবে এবং এর মোতালেবাতের গুরুত্ব তুলে ধরে সদস্যদের মাঝে বেশী বেশী কুরবানী এবং দানশীলতার স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে। (আল ফজল কাদিয়ান, ১৫ নভেম্বর ১৯৪৬)

তাহরীকে জাদীদের দফতরসমূহ: তাহরীকে জাদীদের সূচনা হয়েছিল ১৯৩৪ সনে। প্রথম ১০ বছর অতিবাহিত হবার পর তিনি (রা.) এর দফতর নির্ধারণের ঘোষণা দেন। প্রথম দফতর ১০ বছর এরপর প্রতিটি দফতরের সময়সীমা ১৯ বছর নির্ধারণ করেন। (জুমা'র খুতবা ২৭ নভেম্বর ১৯৫৩)

১ম দফতর ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী

২য় দফতর: ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৫

৩য় দফতর: ১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫

৪র্থ দফতর: ১৯৮৫ থেকে ২০০৪

৫ম দফতর: ২০০৪ থেকে .....চলমান ১৯ বছরে যারা অংশ নিবেন।

মৃতদের চাঁদায় অংশগ্রহণ: উক্ত চাঁদায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মারা গেছেন তাদের খাতাও আবার উন্মুক্ত করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, "যার চাঁদা অব্যহত রয়েছে সে কীভাবে মরতে পারে। আমার ইচ্ছা হলো, দফতর আউয়াল যেন কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকে। আর যারা একবার ধর্মের সেবার জন্য নিজের খেদমত উপস্থাপন করেছে তাদের নাম যেন কিয়ামত পর্যন্ত না

মিটে। তাদের সন্তানরা যেন তাদের পক্ষ থেকে চাঁদা দিতে থাকে।" (২ ডিসেম্বর ১৯৮২)

কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনাঃ

১. তাহরীকে জাদীদের বছর ১লা নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৩১শে অক্টোবর শেষ হয়।

২. সকল সদস্যকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩. প্রত্যেক নও মোবাঈনকে এই চাঁদায় অংশগ্রহণ করাতে হবে।

৪. আগ্রহী পিতামাতা তাদের নবাগত শিশুকেও এতে অংশগ্রহণ করায়।

৫. আয় বাড়লে চাঁদাও বাড়ানো উচিত।

৬. স্বজনরা যেন তাদের মৃত আত্মীয়ের উক্ত চাঁদা অব্যহত রাখেন।

৭. নিজের দফতর সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

–তথ্যসূত্র রাবওয়া থেকে প্রকাশিত 'মালী কুরবানী আওর উসকি তাআরুফ'-২০০৫।

তাহরীকে জাদীদের সুফলঃ

আল্লাহ্ তালার ফজলে ২১৬টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠা, হাজার হাজার মসজিদ মিশনহাউজ নির্মাণ, ৭৬ ভাষায় পবিত্র কুরআন প্রকাশ, বিশ্বব্যাপী জামেয়া প্রতিষ্ঠা মিশনারী প্রস্তুত করা এছাড়া ইসলামের প্রচার প্রসারের সকল ব্যবস্থাপনা।

নুসরত জাহান স্কীমঃ ১৯৭০ সনে এর অধিনে নুসরত জাহান স্কীমের প্রবর্তণ করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)।

১৪ এপ্রিল ১৯৭০ সনে পশ্চিম আফ্রিকার ছয়টি দেশ সফরের সময় আল্লাহ্ তালা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস(রাহে.)-এর প্রতি এক ইলক্বার ভিত্তিতে উক্ত স্কীমের সূচনা করেন।

এই প্রকল্পের পরিধী পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকাতেও ব্যাপকতর করা হয়। এর অধিন উক্ত দেশসমূহে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়